ইত্তেফাক

022

পাঠাগার প্রতিষ্ঠা এবং—

নির্বিচারভাবে অনুষ্ঠিত সেমিনারে বা সম্মিলনের উপযোগিতা স্বীকার করিয়া নিয়াও বলিতে হয় যে, সেমিনারের বক্তব্য অনুসারে অতীতে কোন সময়ই এদেশে তেমন কোন কাজ হয় নাই; এখনো হয় না। পরন্তু এইসব সেমিনারে অর্থব্যয় যত হয়, ফলাফল সেই অনুপাতে তেমন পাওয়া যায় না। পাঠাগার বা গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা ও উপযোগিতা লইয়া আদৌ সেমিনারের কোন প্রয়োজন আছে বলিয়া আমরা মনে করি না। বরং এই বিষয়ে যাহা প্রয়োজন তাহা হইতেছে পাঠাগার আন্দোলন জোরদার করা; জেলায় জেলায় যে সব প্রাচীন ও নূতন পাঠাগার রহিয়াছে, সেগুলির উন্নতি বিধান করা এবং প্রতিটি উপজেলায় কেন্দ্রীয় পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করা।

কিছুকাল হইতে অধিক বই পড়ার একটা আন্দোলন চালানো হইতেছে। ভাল কথা। কিন্তু পাঠকবর্গ কি বই পড়িবেন? শিক্ষিতের সংখ্যা এমনিতে কম, আর বই বলিতে আমদানী করা কিংবা চোরাই পথে আসা, নিদেনপক্ষে অর্থলোভী প্রকাশকদের ব্যবসায়ী বুদ্ধির কৌশলে কলিকাতার বই এদেশে ছাপা। সরকারী ভাবে বিভিন্ন পাঠাগারের দেয় অর্থে ক্রয়কৃত পুস্তকের কতটা দেশী কিংবা দেশীয় ছাপামার্কা বিদেশী সে বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষীয় মহলের আদৌ আছে কিনা সে বিষয়েও সন্দেহ জাগা স্বাভাবিক। নতুবা তথাকথিত "লেখক" কাগজ খোলাবাজারে না বিকাইয়া কিভাবে একটামাত্র তথাকথিত সংগঠনের প্রযত্নে ছাড়িয়া দেওয়া হইল? আমরা এ ধরনের নিয়ন্ত্রণ কিংবা দাতাগিরির বিরোধী। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাইতেছে, দফায় দফায় কাগজের মূল্য বৃদ্ধি করিয়া, সেই সাথে ছাপা খরচের অন্যান্য মূল্য আকাশচুম্বী করিয়া এতদ্দেশীয় লেখকদের পুস্তক প্রকাশ ও বিক্রয় অসম্ভব করিয়া তোলা হইয়াছে।

প্রকাশ, সৃজনশীল পুস্তকে ব্যবহৃত কর্ণফুলি পেপার মিলের ৩৬ পাউণ্ড কাগজের মূল্য গত ১৬ বৎসরে বৃদ্ধি পাইয়াছে দশগুণ। ১৯৭০ সালে যে কাগজের মূল্য প্রতি রিম ছিল ৫৩ টাকা ১৩ পয়সা, দফায় দফায় মূল্য বৃদ্ধি করিয়া '৮৬ সালের জুন মাসে উহার মূল্য দাঁড়াইয়াছে ৫২২ টাকা ৬০ পয়সা। তবু যদিও ওই কাগজের সরবরাহ নিয়মিত ও পর্যাপ্ত হইত। পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র ভারতে কাগজের মূল্য প্রতি রিম ১৭৫ টাকা মাত্র; প্রকাশনালয়ে সৃজনশীল পুস্তকের জন্য আরো কম—১১৭ টাকা। এদিকে কম্পোজসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে উপকরণ ও ছাপার খরচের মূল্যবৃদ্ধি ঘটিয়াছে ১০ হইতে ১৬ গুণ বেশী।

অতীতে একটা নিয়ম ছিল, কোন লেখকের একটা সৃজনশীল পুস্তক প্রকাশিত হইলে উহার এমন সংখ্যক কপি পাবলিক লাইব্রেরীর মাধ্যমে ক্রয় করা হইত যাহাতে প্রকাশকের ছাপা কিংবা কাগজের দাম উঠিয়া যাইত। ইহা অবশ্যই দাতাগিরি নয়। বরং দেশের লাইব্রেরীসমূহের প্রয়োজনেই। ইদানীং তাহা হয় না বলিলেই চলে। ফলে যাহা হইবার তাহাই হইতেছে। বিদেশী, বিশেষতঃ পার্শ্ববর্তী দেশের বই বাজার ছাইয়া ফেলিয়াছে। আর আমরা সম্ভবতঃ সেই বিদেশী বই সম্বল করিয়াই জেলায়-উপজেলায় এমন কি প্রতি ইউনিয়নে পাঠাগার স্থাপনের স্বপ্ন দেখিতেছি। জেলা-উপজেলায় পাঠাগার স্থাপনের স্বপ্ন অবশ্যই ভাল। কিন্তু নিজস্ব পুস্তক প্রকাশনার ব্যাপারে জাতীয় স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া স্বপ্ন দেখাটাই বোধহয় সর্বোত্তম। নতুবা এবারের বইমেলার মতই অবস্থা দাঁড়াইবে। আমাদের গ্রন্থাগারসমূহ অপর দেশের সাহিত্য ও সাহিত্যিকদেরই পৃষ্ঠপোষকতা করিবে, আর দেশীয় সাহিত্য ও সাহিত্যিকদের অবস্থা যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই থাকিয়া যাইবে।

তারিখ ... 30 JAN 1987 ...
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ২ ...